ইত্তেফাক

2 FEB 2003

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

বিগত কয়েক বছর যাবৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাত্রছাত্রীরা অনার্স পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয় হতে সরাসরি (২০০/৩০০ টাকার বিনিময়ে) তাদের সাময়িক সনদপত্র তুলতে পারত। এতে ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা কষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হতো এবং টাকার পরিমাণ কিছুটা বেশী লাগত। ছাত্রছাত্রীদের এই ধরনের আর্থিক ও শারীরিক কষ্ট লাঘবে বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর হতে নিয়ম করছে যে, ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার দরকার নেই। অতি সত্বর তাদের সাময়িক সনদ নিজ নিজ কলেজে পাঠানো হবে। উত্তম সিদ্ধান্ত। সকলেরই ধন্যবাদ পাবার পদক্ষেপ বটে। কিন্তু শুধু ঘোষণা দিয়ে কর্তৃপক্ষ চুপ। আমরা ৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রী এখনও সাময়িক সনদ পাচ্ছি না ২০০০ সালে অনার্স পরীক্ষার। আমাদের কারো কারো সাময়িক সনদটি খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। আগে ছাত্রছাত্রীরা ২০০/৩০০ টাকায় পেয়ে যেত। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করার সুযোগই দিচ্ছেন না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন ব্যাপারটিকে তুচ্ছ মনে করছেন। অথচ এই সাময়িক সনদের সাথে কারো কারো সারা জীবনের স্বপ্ন জড়িত রয়েছে। এই ব্যাপারে আমিসহ আরও কয়েকজন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল পাইনি। তাই আমি কর্তৃপক্ষ এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সাময়িক সনদ যেন তাড়াতাড়ি কলেজে পাঠানো হয়। অথবা আগের নিয়ম চালু করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ব্যাপারে আমার কলেজ, (ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ), নাকি কিছুই জানে না। বিশ্ববিদ্যালয় হতে নাকি তারা এখনো কোন পত্র পায়নি, এজন্য এই কলেজের ছাত্রছাত্রী আমরা কলেজে ফরম জমা পর্যন্ত দিতে পারছি না। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের অধ্যক্ষকে এই ব্যাপারে পত্রে জানানোর অনুরোধ করছি।

আনিসুর রহমান,
অর্থনীতি বিভাগ,
ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ, ঠাকুরগাঁও।